ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বাচং বদতো মুনেঃ পুণ্যতমাং নৃপ ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কৌরব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; নিশম্য—শ্রবণ করার পর; বাচম্—বার্তা; বদতঃ—যখন বলছিলেন; মুনেঃ—মৈত্রেয় মুনির; পুণ্য-তমাম্—সবচাইতে পুণ্যবান; নৃপ—হে রাজন্; ভূয়ঃ—পুনরায়; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; কৌরব্যঃ—কুরুশ্রেষ্ঠ (বিদুরকে); বাসুদেব-কথা—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব সম্বন্ধীয় কথা; আদৃতঃ—যিনি এইভাবে আদর করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! মহর্ষি মৈত্রের কাছ থেকে এই সমস্ত পুণ্যতম বার্তা শ্রবণ করার পর, বিদুর ভগবান বাসুদেবের কথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যা তিনি আদরপূর্বক শুনতে চেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *আদৃতঃ* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় বাণী শ্রবণ করতে বিদুরের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, এবং নিরন্তর তা শ্রবণ করেও তিনি কখনও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি। তিনি আরও বেশি করে তা শুনতে চেয়েছিলেন, যাতে সেই চিন্ময় বাণীর দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অধিক থেকে অধিকতর শ্রেয় লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।
প্রতিলভ্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনে ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; সঃ—তিনি; বৈ—অনায়াসে; স্বায়ম্ভুবঃ—স্বায়ম্ভুব মনু সম্রাট্—সমস্ত রাজাদের রাজা; প্রিয়ঃ—প্রিয়; পুত্রঃ—পুত্র; স্বয়ম্ভুবঃ—ব্রহ্মার প্রতিলভ্য—লাভ করে; প্রিয়াম্—পরম প্রিয়; পত্নীম্—পত্নী; কিম্—কি; চকার—করেছিলেন; ততঃ—তারপর; মুনে—হে মহর্ষি।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে মহর্ষি! ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব তাঁর প্রিয়তম পত্নীকে লাভ করার পর কি করেছিলেন?

শ্লোক ৩

চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম ।
ব্রূহি মে শ্রদ্দধানায় বিষ্বক্সেনাশ্রয়ো হ্যসৌ ॥ ৩ ॥

চরিতম্—চরিত্র; তস্য—তাঁর; রাজর্ষেঃ—রাজর্ষির; আদি-রাজস্য—আদিরাজের; সত্তম—হে সবচাইতে পুণ্যবান; ব্রূহি—দয়া করে বলুন; মে—আমাকে; শ্রদ্দধানায়—যিনি গ্রহণ করতে শ্রদ্ধাশীল; বিষ্বক্সেন—পরমেশ্বর ভগবানের; আশ্রয়ঃ—যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; হি—নিশ্চয়ই; অসৌ—সেই রাজা।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আদি রাজরাজেশ্বর (মনু) ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহান ভক্ত এবং তাই তাঁর উদাত্ত চরিত্র ও কার্যকলাপ শ্রবণযোগ্য। দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন। আমি তা শুনতে অত্যন্ত উৎসুক।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের চিন্ময় বিষয়ে পূর্ণ। চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করা এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের চরিত্র ও কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করায় একই ফল লাভ হয়, অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়।

শ্লোক ৪

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রুতস্য—যাঁরা শ্রবণের পন্থা অবলম্বন করেছেন; **পুংসাম্**—এই প্রকার ব্যক্তিদের; **সুচির**—দীর্ঘকালব্যাপী; **শ্রমস্য**—কঠিন পরিশ্রম করে; **ননু**—নিশ্চয়ই; **অঞ্জসা**—বিস্তারিতভাবে; **সূরিভিঃ**—শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; **ঈড়িতঃ**—বিশেষিত; **অর্থঃ**—বিজ্ঞপ্তি; **তৎ**—তা; **তৎ**—তা; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলী; **অনুশ্রবণম্**—চিন্তা করে; **মুকুন্দ**—মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবান; **পাদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হৃদয়েষু**—হৃদয়ে; **যেষাম্**—তাঁদের।

অনুবাদ

যাঁরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পরিশ্রমপূর্বক দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্রবণে প্রবৃত্ত, তাঁদের শুদ্ধ ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে শ্রবণ করা উচিত। শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে ভক্তদের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

দিব্য বিদ্যার্থী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বেদসমূহ শ্রবণ করার দ্বারা কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেন। তাঁদের কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপই শ্রবণ করা কর্তব্য নয়, যাঁরা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তদের চিন্ময় গুণাবলীর কথাও তাঁদের অবশ্যই শ্রবণ করতে হবে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে এক পলকের জন্যও ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ভগবান যে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, তাদের সেই সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন, এবং তাই তাঁরা সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানেরই মতো মহিমান্বিত। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর থেকেও

অধিক পূজনীয়। ভগবদ্ভক্তের পূজা ভগবানের পূজার থেকেও অধিক উৎকৃষ্ট। তাই দিব্য বিদ্যার্থীদের কর্তব্য হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রবণ করা, যেভাবে তা ভগবানের অনুরূপ শুদ্ধ ভক্তগণ কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়, কেননা নিজে শুদ্ধ ভক্ত না হলে, পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা যায় না।

শ্লোক ৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্ ।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **বিদুরম্**—বিদুরকে; **বিনীতম্**—অত্যন্ত বিনম্র; **সহস্র-শীর্ষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্ম; **উপধানম্**—বালিশ; **প্রহৃষ্ট-রোমা**—আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **কথায়াম্**—বাণীতে; **প্রণীয়মানঃ**—এই প্রকার মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে; **মুনিঃ**—ঋষি; **অভ্যচষ্ট**—বলতে চেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হয়ে বিদুরের অঙ্কে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করেছিলেন, কেননা বিদুর ছিলেন অত্যন্ত বিনীত ও স্নিগ্ধ। মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

সহস্রশীর্ষ্ণঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁর শক্তিসমূহ ও ক্রিয়াকলাপ অনেক প্রকার, এবং যাঁর মনীষা আশ্চর্যজনক, তাঁকে বলা হয় *সহস্রশীর্ষ্ণঃ* । এই যোগ্যতা কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। পরমেশ্বর ভগবান কখনও কখনও প্রসন্ন হয়ে বিদুরের গৃহে ভোজন করতে

গিয়েছিলেন, এবং বিশ্রাম করার সময় তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম বিদুরের অঙ্কে স্থাপন করেছিলেন। বিদুরের আশ্চর্যজনক সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে মৈত্রেয় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল, এবং তিনি মহানন্দে পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

যদা স্বভার্যয়া সার্ধং জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বলেছিলেন; **যদা**—যখন; **স্ব-ভার্যয়া**—তাঁর পত্নীসহ; **সার্ধম্**—সঙ্গে নিয়ে; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **মনুঃ**—মানবজাতির পিতা; **প্রাঞ্জলিঃ**—হাতজোড় করে; **প্রণতঃ**—প্রণাম করে; **চ**—ও; **ইদম্**—এই; **বেদ-গর্ভম্**—বৈদিক জ্ঞানের যিনি উৎস তাঁকে; **অভাষত**—সম্বোধন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—মানবজাতির পিতা মনু তাঁর পত্নীসহ আবির্ভূত হয়ে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ব্রহ্মার প্রতি যুক্তকরে প্রণতি নিবেদন করার পর, এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ৭

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং জন্মকৃদ্ বৃত্তিদঃ পিতা ।
তথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—এক; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবেদের; **জন্ম-কৃৎ**—জন্মদাতা; **বৃত্তি-দঃ**—জীবিকা নির্বাহের উৎস; **পিতা**—পিতা; **তথা অপি**—সত্ত্বেও; **নঃ**—আমাদের; **প্রজানাম্**—যাদের জন্ম হয়েছে তাদের সকলের; **তে**—আপনার; **শুশ্রূষা**—সেবা; **কেন**—কিভাবে; **বা**—অথবা; **ভবেৎ**—সম্ভব হতে পারে।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত জীবের পিতা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উৎস, কেননা তারা সকলে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন, কিভাবে আমরা আপনার সেবা করতে পারি।

তাৎপর্য

পিতাকে কেবল তার সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূরণ করার উৎস বলে পুত্রের মনে করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে, পরিণত বয়সে পিতার সেবা করাও তার কর্তব্য। ব্রহ্মার সময় থেকে শুরু করে সেইটি হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম। পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রকে বড় হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা, এবং পুত্র যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে পিতার সেবা করা।

শ্লোক ৮

তদ্বিধেহি নমস্তুভ্যং কর্মস্বীড্যাত্মশক্তিষু ।
যৎকৃত্বেহ যশো বিষ্বগমুত্র চ ভবেদ্গতিঃ ॥ ৮ ॥

তৎ—তা; **বিধেহি**—নির্দেশ দেন; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **কর্মসু**—কর্তব্য কর্মে; **ঈড্য**—হে পূজনীয়; **আত্ম-শক্তিষু**—আমাদের কর্মক্ষমতার অন্তর্গত; **যৎ**—যা; **কৃত্বা**—করে; **ইহ**—এই জগতে; **যশঃ**—যশ; **বিষ্বক্**—সর্বত্র; **অমুত্র**—পরলোকে; **চ**—এবং; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **গতিঃ**—প্রগতি।

অনুবাদ

হে পূজনীয়! আপনি আমাদের কর্মক্ষমতা অনুসারে কর্তব্য সম্পাদন করার নির্দেশ দান করুন, যাতে আমরা তা অনুসরণ করে ইহলোকে যশোলাভ করতে পারি এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন, এবং ব্রহ্মার শিষ্য পরম্পরায় যিনি তাঁর উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি অবশ্যই ইহলোকে যশ লাভ করবেন এবং পরলোকে মুক্তি লাভ করবেন। ব্রহ্মার শিষ্য পরম্পরাকে বলা হয় ব্রহ্মসম্প্রদায়, এবং তার ধারাবাহিক ক্রম হচ্ছে—ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, মধ্ব মুনি (পূর্ণপ্রজ্ঞ), পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীরূপ গোস্বামী ও অন্যান্যরা, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস গোস্বামী, নরোত্তম দাস ঠাকুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ দাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী।

ব্রহ্মার এই শিষ্য-পরম্পরা চিন্ময়, কিন্তু মনুর বংশ-পরম্পরা লৌকিক, তবে উভয়েই কৃষ্ণভাবনার একই লক্ষ্যের প্রতি প্রগতিশীল।

শ্লোক ৯

ব্রহ্মোবাচ

প্রীতস্তুভ্যমহং তাত স্বস্তি স্তাদ্বাং ক্ষিতীশ্বর ।
যন্নির্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যাত্মনার্পিতম্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তুভ্যম্**—তোমার প্রতি; **অহম্**—আমি; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **স্বস্তি**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **স্তাৎ**—হোক; **বাম্**—তোমাদের উভয়ের; **ক্ষিতি-ঈশ্বর**—হে পৃথিবীপতি; **যৎ**—যেহেতু; **নির্ব্যলীকেন**—নিষ্কপটে; **হৃদা**—হৃদয়ের দ্বারা; **শাধি**—উপদেশ দিন; **মা**—আমাকে; **ইতি**—এইভাবে; **আত্মনা**—স্বয়ং; **অর্পিতম্**—শরণাগত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, হে প্রিয় পুত্র! হে ক্ষিতীশ্বর! তুমি নিষ্কপটে আন্তরিকভাবে শিক্ষা লাভের জন্য আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাদের উভয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

তাৎপর্য

পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক সর্বদাই পরম মহিমান্বিত। পিতা স্বাভাবিকভাবে পুত্রের প্রতি শুভ ইচ্ছাপরায়ণ, এবং জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য, তিনি সর্বদাই পুত্রকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু পিতার সদিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্র কখনও কখনও তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে বিপথগামী হয়। প্রত্যেক জীবের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তা সে যতই ছোট কিংবা বড় হোক। পুত্র যদি নিঃশর্তে পিতার দ্বারা পরিচালিত হতে চায়, তাহলে পিতা তাকে সর্বতোভাবে উপদেশ দিতে এবং পরিচালিত করতে দশগুণ বেশি আগ্রহী হন। এখানে ব্রহ্মা ও মনুর পরস্পরের আচরণের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। পিতা ও পুত্র উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য, এবং তাঁদের দৃষ্টান্ত সমগ্র মানবজাতির অনুসরণীয়। পুত্র মনু নিষ্কপটভাবে তাঁর পিতা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে নির্দেশ দেন, এবং সমগ্র বৈদিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ পিতা তাঁকে অত্যন্ত

আনন্দের সঙ্গে উপদেশ দিয়েছিলেন। মানবজাতির পিতার এই উদাহরণ মানুষদের নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা উচিত, এবং তার ফলে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক উন্নত হবে।

শ্লোক ১০

এতাবত্যাত্মজৈর্বীর কার্যা হ্যপচিতির্গুরৌ ।
শক্ত্যাপ্রমত্তৈর্গৃহ্যেত সাদরং গতমৎসরৈঃ ॥ ১০ ॥

এতাবতী—ঠিক এই রকম; **আত্মজৈঃ**—সন্তানের দ্বারা; **বীর**—হে বীর; **কার্যা**—অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত; **হি**—নিশ্চয়ই; **অপচিতিঃ**—পূজা; **গুরৌ**—গুরুজনকে; **শক্ত্যা**—পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে; **অপ্রমত্তৈঃ**—সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা; **গৃহ্যেত**—গ্রহণীয়; **স-আদরম্**—গভীর প্রসন্নতা সহকারে; **গত-মৎসরৈঃ**—যারা মাৎসর্যের সীমার অতীত।

অনুবাদ

হে বীর! পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের আদর্শ দৃষ্টান্ত তুমি প্রদান করেছ। গুরুজনদের প্রতি এই প্রকার শ্রদ্ধা বাঞ্ছনীয়। যিনি ঈর্ষার সীমার অতীত এবং সংযতচিত্ত, তিনি মহানন্দে পিতার আদেশ স্বীকার করেন এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা অনুসারে তা পালন করেন।

তাৎপর্য

যখন ব্রহ্মার পূর্ববর্তী চার পুত্র মহর্ষি সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার তাঁদের পিতা ব্রহ্মার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন, তখন ব্রহ্মা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, এবং রুদ্ররূপে তাঁর ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রহ্মা সেই ঘটনার কথা ভুলে যাননি, এবং তাই স্বায়ম্ভুব মনুর আজ্ঞানুবর্তিতা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে চতুঃসনের পিতার আদেশের অবজ্ঞা অবশ্যই নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু যেহেতু এই প্রকার অবজ্ঞা উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয়েছিল, তাই তাঁরা তার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু জড়জাগতিক কারণে কেউ যদি পিতার আদেশ পালনে অবহেলা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তিভোগ করতে হবে। লৌকিক দৃষ্টিতে মনুর পিতৃ-আজ্ঞা পালন অবশ্যই ঈর্ষা থেকে মুক্ত ছিল, এবং জড় জগতে সাধারণ মানুষদের মনুর আদর্শ অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্লোক ১১

স ত্বমস্যামপত্যানি সদৃশান্যাত্মনো গুণৈঃ ।
উৎপাদ্য শাস ধর্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ ॥ ১১ ॥

সঃ—অতএব সেই আজ্ঞাপালক পুত্র; **ত্বম্**—তোমার মতো; **অস্যাম্**—তার; **অপত্যানি**—সন্তান; **সদৃশানি**—অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন; **আত্মনঃ**—তোমার; **গুণৈঃ**—বৈশিষ্ট্যসমূহ সহ; **উৎপাদ্য**—উৎপাদন করে; **শাস**—শাসন কর; **ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব অনুসারে; **গাম্**—পৃথিবী; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ**—আরাধনা কর।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত আজ্ঞাপালনকারী পুত্র, তাই আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তোমার পত্নীর গর্ভে তোমারই মতো গুণাবলীসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন কর। ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবী শাসন কর, এবং এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মার জড় জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তিযোগের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য যজ্ঞরূপে তার পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা। বিষ্ণুপুরাণে (৩/৮/৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

"মানুষ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম যথাযথভাবে পালন করে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের আর অন্য কোন উপায় নেই।"

বিষ্ণুর আরাধনা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য বিবাহিত জীবনের অনুজ্ঞাপত্র গ্রহণ করে, তাদের অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে, এবং তার প্রথম সোপান হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার উৎকর্ষ সাধনের এক সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা। কিন্তু কেউ যদি সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থায় যুক্ত হন, তাহলে তাঁর বর্ণাশ্রম-

ধর্মের বিধি অনুশীলন করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্র কুমারগণ সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার প্রয়োজন হয়নি।

শ্লোক ১২

পরং শুশ্রূষণং মহ্যং স্যাৎপ্রজারক্ষয়া নৃপ ।
ভগবাংস্তে প্রজাভর্তুর্হৃষীকেশোঽনুতুষ্যতি ॥ ১২ ॥

পরম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; **শুশ্রূষণম্**—ভগবদ্ভক্তি; **মহ্যম্**—আমাকে; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **প্রজা**—জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী জীব; **রক্ষয়া**—নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে; **নৃপ**—হে রাজন্; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তে**—তোমার সঙ্গে; **প্রজা-ভর্তুঃ**—জীবেদের রক্ষাকর্তাসহ; **হৃষীকেশঃ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **অনুতুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

হে রাজন্! তুমি যদি জড় জগতে জীবেদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার, তাহলে সেটিই হবে আমার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ সেবা। পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখবেন যে, তুমি বদ্ধ জীবেদের সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছ, তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন।

তাৎপর্য

সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা জীবের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং মনু হচ্ছেন ব্রহ্মার প্রতিনিধি। তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন রাজারা হচ্ছেন মনুর প্রতিনিধি। সমগ্র মানব সমাজের নীতিশাস্ত্র মনুসংহিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপকে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য সেবার অভিমুখে পরিচালিত করা। তাই প্রত্যেক রাজার অবশ্যই জানা কর্তব্য যে, প্রজাদের কাছ থেকে কেবল কর আদায় করাই তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, পক্ষান্তরে তাঁর অধীনস্থ প্রতিটি নাগরিক বিষ্ণুর আরাধনার শিক্ষা লাভ করছে কিনা, সেই সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করাও তাঁর কর্তব্য। প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করা, এবং ভক্তিযোগে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করা। বদ্ধ জীবেদের কর্তব্য তাদের নিজেদের জড় ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি-বিধান না করে, পরমেশ্বর

ভগবান হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করা। সেইটি হচ্ছে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যিনি সেই রহস্য জানেন, যা এখানে ব্রহ্মার উক্তির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ প্রশাসনিক নেতা। যিনি তা জানেন না, তিনি কেবল লোক-দেখানো প্রশাসক। নাগরিকদের ভগবদ্ভক্তির শিক্ষাদান করে রাষ্ট্রপ্রধানেরা তাঁদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন, অন্যথায় তাঁরা তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনে অসফল হবেন এবং পরম নিয়ন্তা কর্তৃক দণ্ডিত হবেন। প্রশাসনিক কর্তব্য সম্পাদনে এর অন্য কোন বিকল্প নেই।

শ্লোক ১৩

যেষাং ন তুষ্টো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনার্দনঃ ।
তেষাং শ্রমো হ্যপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

যেষাম্—যাদের; ন—কখনই না; তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান, যজ্ঞ-লিঙ্গঃ—যজ্ঞমূর্তি; জনার্দনঃ—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুতত্ত্ব; তেষাম্—তাদের; শ্রমঃ—শ্রম; হি—নিশ্চয়ই; অপার্থায়—নিরর্থক; যৎ—যেহেতু; আত্মা—পরমাত্মা; ন—না; আদৃতঃ—সম্মানিত; স্বয়ম্—নিজে নিজে।

অনুবাদ

জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) রূপে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে মানুষের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। তিনি হচ্ছেন পরম আত্মা, এবং তাই যারা তাঁর সন্তুষ্টিবিধান না করে, তারা অবশ্যই স্বার্থ রক্ষায় অবহেলা করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ নায়কের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং তিনি তাঁর তরফ থেকে মনু ও অন্যদের জড় জগতের কার্যনির্বাহক অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত আয়োজন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য। ব্রহ্মা জানেন কিভাবে ভগবানের প্রসন্নতাবিধান করতে হয়, এবং তেমনই যাঁরা ব্রহ্মার কার্যকলাপের পরিকল্পনায় নিযুক্ত, তাঁরাও জানেন কিভাবে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে হয়। ভগবান শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তির প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রসন্ন হন। মানুষদের নিজেদের স্বার্থে শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্ভক্তির

অনুশীলন করা উচিত, এবং যারা তাতে অবহেলা করে, তারা তাদের নিজেদের হিতসাধনেই অবহেলা করছে। সকলেই তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধন করতে চায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপরে রয়েছে মন, মনের উর্ধ্বে বুদ্ধি, বুদ্ধির উর্ধ্বে আত্মা, এবং আত্মারও উর্ধ্বে রয়েছেন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মারও উর্ধ্বে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। আদি পরমেশ্বর ও সর্বকারণের পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণাঙ্গ সেবার আদর্শ পন্থা হচ্ছে জনার্দন নামে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তুষ্টিবিধান করা।

শ্লোক ১৪

মনুরুবাচ

আদেশেঽহং ভগবতো বর্তেয়ামীবসূদন ।
স্থানং ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো ॥ ১৪ ॥

মনুঃ উবাচ—শ্রীমনু বললেন; **আদেশে**—নির্দেশনায়; **অহম্**—আমি; **ভগবতঃ**—শক্তিমান আপনার; **বর্তেয়**—থাকবে; **অমীব-সূদন**—হে সর্ব পাপনাশক; **স্থানম্**—স্থান; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জগতে; **অনুজানীহি**—কৃপা করে আমাকে জানান; **প্রজানাম্**—আমার থেকে উৎপন্ন জীবেদের; **মম**—আমার; **চ**—ও; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

শ্রীমনু বললেন—হে সর্বশক্তিমান প্রভু। হে সর্ব পাপনাশক। আমি আপনার আদেশ পালন করব। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আমার স্থান কোথায় এবং আমার থেকে উৎপন্ন প্রজাদের স্থান কোথায়।

শ্লোক ১৫

যদোকঃ সর্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি ।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যেহেতু; **ওকঃ**—বাসস্থান; **সর্ব**—সকলের জন্য; **ভূতানাম্**—জীব; **মহী**—পৃথিবী; **মগ্না**—নিমজ্জিত; **মহা-অম্ভসি**—প্রলয়-বারিতে; **অস্যাঃ**—এর; **উদ্ধরণে**—উদ্ধার করার জন্য; **যত্নঃ**—প্রচেষ্টা; **দেব**—হে দেবতাদের প্রভু; **দেব্যাঃ**—এই পৃথিবীর; **বিধীয়তাম্**—করা হোক।

অনুবাদ

হে দেবাদিদেব! আপনি কৃপা করে প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করার প্রযত্ন করুন, কেননা তা হচ্ছে সমস্ত জীবেদের বাসস্থান। আপনার প্রচেষ্টা ও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তা করা সম্ভব হবে।

তাৎপর্য

এখানে যে মহাজলধির উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে গর্ভোদক সমুদ্র, যা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ পূর্ণ করে রাখে।

শ্লোক ১৬

মৈত্রেয় উবাচ

পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা সন্নামবেক্ষ্য গাম্ ।
কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্ ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় মুনি বললেন; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মা; **তু**—ও; **অপাম্**—জল; **মধ্যে**—অভ্যন্তরে; **তথা**—এইভাবে; **সন্নাম্**—অবস্থিত; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **গাম্**—পৃথিবীকে; **কথম্**—কিভাবে; **এনাম্**—এই; **সমুন্নেষ্যে**—আমি উত্তোলন করব; **ইতি**—এইভাবে; **দধ্যৌ**—মনোযোগ দিয়েছিলেন; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **চিরম্**—দীর্ঘকাল যাবৎ।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে জলমগ্ন দেখে, ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছিলেন, কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে এখানে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, তা অন্য কল্পের। বর্তমান বিষয়টি শ্বেতবরাহ কল্পের, এবং চাক্ষুষ কল্পের বিষয়ও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

শ্লোক ১৭

সৃজতো মে ক্ষিতির্বার্ভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা ।
অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ ।
যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে ॥ ১৭ ॥

সৃজতঃ—সৃষ্টিকার্যে যুক্ত থাকাকালে; মে—আমার; ক্ষিতিঃ—পৃথিবী; বার্ভিঃ—জলের দ্বারা; প্লাব্যমানা—প্লাবিত হয়ে; রসাম্—গভীর জলে; গতা—গমন করেছে; অথ—অতএব; অত্র—এই বিষয়ে; কিম্—কি; অনুষ্ঠেয়ম্—যথার্থ কর্তব্য; অস্মাভিঃ—আমাদের দ্বারা; সর্গ—সৃষ্টি; যোজিতৈঃ—যুক্ত; যস্য—যার থেকে; অহম্—আমি; হৃদয়াৎ—হৃদয় থেকে; আসম্—জন্ম; সঃ—তিনি; ঈশঃ—ভগবান; বিদধাতু—পরিচালিত করতে পারেন; মে—আমাকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা ভাবলেন—আমি যখন সৃষ্টিকার্যে মগ্ন ছিলাম, তখন পৃথিবী জলপ্লাবিত হয়ে সমুদ্রের গভীরে গমন করেছে। সৃষ্টি রচনার কার্যে যুক্ত আমরা এখন কি করতে পারি? সবচাইতে ভাল হয় যদি সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের নির্দেশ দেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গা সেবায় নিযুক্ত ভগবদ্ভক্তেরা কখনও কখনও তাঁদের স্বকীয় কর্তব্য সম্পাদনে বিভ্রান্ত হন, কিন্তু তাঁরা কখনও নিরুৎসাহিত হন না। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, এবং ভগবানও ভক্তদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পথ প্রশস্ত করে দেন।

শ্লোক ১৮

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎসহসানঘ ।
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি—এইভাবে; অভিধ্যায়তঃ—যখন চিন্তা করছিলেন; নাসা-বিবরাৎ—নাসারন্ধ্র থেকে; সহসা—অকস্মাৎ; অনঘ—হে নিষ্পাপ; বরাহ-তোকঃ—একটি ক্ষুদ্র বরাহরূপ; নিরগাৎ—বহির্গত হয়েছিল; অঙ্গুষ্ঠ—বৃদ্ধ অঙ্গুলির উপরিভাগ; পরিমাণকঃ—পরিমাণ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ বিদুর! ব্রহ্মা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন সহসা তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে একটি বরাহরূপ বহির্গত হয়েছিল। সেই বরাহটির আয়তন ছিল অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ।

শ্লোক ১৯

তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত ।
গজমাত্রঃ প্রববৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥ ১৯ ॥

তস্য—তাঁর; অভিপশ্যতঃ—এইভাবে দর্শন করার সময়ে; খ-স্থঃ—আকাশে অবস্থিত; ক্ষণেন—সহসা; কিল—নিশ্চয়ই; ভারত—হে ভরত-বংশজ; গজ-মাত্রঃ—একটি হাতির মতো; প্রববৃধে—পরিবর্ধিত হয়েছিল; তৎ—তা; অদ্ভুতম্—অসাধারণ; অভূৎ—রূপান্তরিত হয়েছিল; মহৎ—বিশাল শরীরে।

অনুবাদ

হে ভারত। ব্রহ্মার সমক্ষে সেই বরাহ আকাশস্থ হয়ে, এক মহাকায় হস্তীর মতো এক বিশাল আকার ধারণ করেছিল।

শ্লোক ২০

মরীচিপ্রমুখৈর্বিপ্রৈঃ কুমারৈর্মনুনা সহ ।
দৃষ্ট্বা তৎসৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা ॥ ২০ ॥

মরীচি—মহর্ষি মরীচি; প্রমুখৈঃ—প্রমুখ; বিপ্রৈঃ—সমস্ত ব্রাহ্মণগণ; কুমারৈঃ—চার কুমারগণ সহ; মনুনা—এবং মনুসহ; সহ—সঙ্গে; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; তৎ—তা; সৌকরম্—শূকরের মতো রূপ; রূপম্—রূপ; তর্কয়াম্ আস—নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন; চিত্রধা—নানা প্রকারে।

অনুবাদ

আকাশে অবস্থিত আশ্চর্যজনক সেই বরাহরূপ দর্শন করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে, মরীচি প্রমুখ ব্রাহ্মণ, কুমারগণ ও মনুসহ ব্রহ্মা নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন।

শ্লোক ২১

কিমেতৎসূকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্ ।
অহো বতাশ্চর্যমিদং নাসায়া মে বিনিঃসৃতম্ ॥ ২১ ॥

কিম্—কি; এতৎ—এই; সূকর—বরাহ; ব্যাজম্—ছদ্মবেশে; সত্ত্বম্—সত্তা; দিব্যম্—অসাধারণ; অবস্থিতম্—অবস্থিত হয়ে; অহোবত—আহা; আশ্চর্যম্—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; ইদম্—এই; নাসায়াঃ—নাসারন্ধ্র থেকে; মে—আমার; বিনিঃসৃতম্—বহির্গত।

অনুবাদ

কোন অসাধারণ ব্যক্তি কি ছদ্মবেশে শূকররূপে আবির্ভূত হয়েছেন? এইটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তিনি আমার নাসারন্ধ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্গণ্ডশিলাসমঃ ।
অপি স্বিদ্ভগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ২২ ॥

দৃষ্টঃ—এক্ষণি দেখা গেছে; অঙ্গুষ্ঠ—অঙ্গুষ্ঠ; শিরঃ—অগ্রভাগ; মাত্রঃ—কেবল; ক্ষণাৎ—ক্ষণিকের মধ্যে; গণ্ড-শিলা—বিশাল প্রস্তর; সমঃ—মতো; অপি স্বিৎ—কিনা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; এষঃ—এই; যজ্ঞঃ—বিষ্ণু; মে—আমার; খেদয়ন্—বিক্ষুব্ধ; মনঃ—মন।

অনুবাদ

প্রথমে এই বরাহ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দৃষ্ট হয়েছিল, এবং ক্ষণিকের মধ্যেই তা বিশাল পাষাণের মতো হয়েছে। তার ফলে আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ইনি কি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু?

তাৎপর্য

যেহেতু ব্রহ্মা হচ্ছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যেহেতু পূর্বে কখনও এইরকম রূপ দর্শন করেননি, তাই তিনি অনুমান করেছিলেন যে, সেই আশ্চর্যজনক বরাহ রূপটি ছিল বিষ্ণুর বরাহ অবতার। ভগবানের অবতারের লক্ষণসূচক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্রহ্মার মনকেও বিমোহিত করতে পারে।

শ্লোক ২৩

ইতি মীমাংসতস্তস্য ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ ।
ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগর্জাগেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে; মীমাংসতঃ—চিন্তা করার সময়; তস্য—তাঁর; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার; সহ—সঙ্গে; সূনুভিঃ—তাঁর পুত্রগণ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; যজ্ঞ—শ্রীবিষ্ণু; পুরুষঃ—পরম পুরুষ; জগর্জ—গর্জন করেছিলেন; অগ-ইন্দ্র—বিশাল পর্বত; গণ্ডিভঃ—মতো।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন তাঁর পুত্রগণসহ এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিশাল পর্বতের মতো প্রচণ্ড গর্জন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে মনে হয় যে, বিশাল পাহাড় ও পর্বতদেরও গর্জন করার শক্তি রয়েছে, কেননা তারাও জীব। ধ্বনির আয়তন ভৌতিক শরীরের আকার অনুপাতে হয়। ব্রহ্মা যখন বরাহরূপে ভগবানের অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনুমান করছিলেন, তখন চমৎকার স্বরে গর্জন করে, ভগবান ব্রহ্মার চিন্তাকে সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিস্তাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্ ।
স্বগর্জিতেন ককুভঃ প্রতিস্বনয়তা বিভুঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মাণম্—ব্রহ্মাকে; হর্ষয়াম্ আস—অনুপ্রাণিত করেছিলেন; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; তান্—তাঁরা সকলে; চ—ও; দ্বিজ-উত্তমান্—অতি উন্নত ব্রাহ্মণগণ; স্ব-গর্জিতেন—তাঁর অসাধারণ ধ্বনির দ্বারা; ককুভঃ—সমস্ত দিক; প্রতিস্বনয়তা—যা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল; বিভুঃ—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অসাধারণ স্বরের দ্বারা পুনরায় গর্জন করে, ব্রহ্মা ও অন্য সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের আনন্দবিধান করেছিলেন, এবং সেই ধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা ও তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তাঁরা ভগবানের অসংখ্য অবতারের যে কোন একটি রূপে তাঁকে অবতরণ করতে দেখে উৎসাহ

ও আনন্দে অভিভূত হন। বিষ্ণুর আশ্চর্যজনক বিশালকায় পর্বতসদৃশ বরাহ অবতারকে দর্শন করে, তাঁরা কোন রকম আতঙ্ক অনুভব করেননি, যদিও ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে যে সমস্ত অসুরেরা, সেই প্রচণ্ড গর্জন যেন তাদের তিরস্কার করে প্রচণ্ডভাবে সর্বদিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

নিশম্য তে ঘর্ঘরিতং স্বখেদ-
ক্ষয়িষ্ণু মায়াময়সূকরস্য ।
জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে
ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্মুনয়োঽগৃণন্ স্ম ॥ ২৫ ॥

নিশম্য—তা শোনার ঠিক পরে; **তে**—যারা; **ঘর্ঘরিতম্**—প্রচণ্ড শব্দ; **স্ব-খেদ**—ব্যক্তিগত শোক; **ক্ষয়িষ্ণু**—বিনাশ করে; **মায়া-ময়**—সর্বকৃপাময়; **সূকরস্য**—ভগবান বরাহদেবের; **জনঃ**—জনলোক; **তপঃ**—তপোলোক; **সত্য**—সত্যলোক; **নিবাসিনঃ**—অধিবাসীরা; **তে**—তারা সকলে; **ত্রিভিঃ**—তিন বেদ থেকে; **পবিত্রৈঃ**—সর্ব মঙ্গলময় মন্ত্রের দ্বারা; **মুনয়ঃ**—মহান মুনি ও ঋষিগণ; **অগৃণন্ স্ম**—স্তব করেছিলেন।

অনুবাদ

যখন জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের অধিবাসী মহান মুনি ও ঋষিগণ ভগবান বরাহদেবের সেই প্রচণ্ড গর্জন শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল পরম করুণাময় ভগবানের সর্ব মঙ্গলময় বাণী, তখন তাঁরা তিন বেদ থেকে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মায়াময়* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *মায়া* মানে হচ্ছে 'করুণা', 'বিশেষ জ্ঞান' ও 'ভ্রম'। তাই বরাহদেব হচ্ছেন সব কিছুই; তিনি করুণাময়, তিনি পূর্ণ জ্ঞান, এবং তিনি ভ্রমও। বরাহ অবতাররূপে তিনি যে ধ্বনি স্পন্দিত করেছিলেন, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের মহর্ষিরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার মাধ্যমে তার উত্তর দান করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন পুণ্যবান জীবেরা সেই সমস্ত লোকে বাস করেন, এবং তাঁরা যখন বরাহদেবের অসাধারণ কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, তখন বুঝতে পেরেছিলেন, সেই বিশেষ ধ্বনি ভগবান কর্তৃক স্পন্দিত হয়েছিল

অন্য কারও দ্বারা নয়। তাই তাঁরা বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের প্রার্থনা করে তার উত্তর দিয়েছিলেন। পৃথিবী তখন পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল, কিন্তু ভগবানের সেই ধ্বনি শ্রবণ করার পর, উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা হরষিত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরা জানতেন যে, ভগবান পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই ব্রহ্মা ও ভৃগু আদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রগণ, ও বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলে মিলিতভাবে অপ্রাকৃত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র হচ্ছে, *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* উল্লিখিত—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্লোক ২৬

তেষাং সতাং বেদবিতানমূর্তি-
র্ব্রহ্মাবধার্যাত্মগুণানুবাদম্ ।
বিনদ্য ভূয়ো বিবুধোদয়ায়
গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **সতাম্**—মহান ভক্তদের; **বেদ**—সমগ্র জ্ঞান; **বিতান-মূর্তিঃ**—বিস্তারের রূপ; **ব্রহ্ম**—বৈদিক ধ্বনি; **অবধার্য**—ভালভাবে তা জেনে; **আত্ম**—তাঁর নিজের; **গুণ-অনুবাদম্**—চিন্ময় মহিমাকীর্তন; **বিনদ্য**—প্রতিধ্বনিত হয়ে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **বিবুধ**—যাঁরা চিন্ময় জ্ঞানসমন্বিত তাঁদের; **উদয়ায়**—লাভ বা উন্নতিসাধনের জন্য; **গজেন্দ্র-লীলঃ**—হস্তীর মতো ক্রীড়া করে; **জলম্**—জল; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহান ভক্তদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের উত্তরে, একটি গজেন্দ্রের মতো ক্রীড়া করতে করতে তিনি পুনরায় গর্জন করে জলে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন বৈদিক মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভক্তদের প্রার্থনা তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যে কোন রূপে ভগবানের বিগ্রহ সর্বদাই চিন্ময়, জ্ঞানময় ও কৃপাময়। ভগবান সমস্ত জড় কলুষ বিনাশকারী, কেননা তাঁর রূপ হচ্ছে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান। সমস্ত

বেদ ভগবানের চিন্ময় রূপের আরাধনা করে। বৈদিক মন্ত্রে ভক্তেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁর তীব্র জ্যোতি সংবরণ করেন, কেননা তা তাঁর মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে। এইটি ঈশোপনিষদের বাণী। ভগবানের কোন জড় রূপ নেই, কিন্তু বেদের নির্দেশ অনুসারে সর্বদাই তাঁর রূপ জানা যায়। বেদকে ভগবানের নিঃশ্বাস বলা যায়, এবং সেই নিঃশ্বাস বেদের আদি অধ্যয়নকারী ব্রহ্মা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে নিঃশ্বাসের ফলে বরাহদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, এবং তাই ভগবানের বরাহ অবতার হচ্ছেন বেদের মূর্তিমান বিগ্রহ। উচ্চতর লোকের মহর্ষিরা ভগবানের এই অবতারের যে মহিমা কীর্তন করেছিলেন, তা ছিল যথার্থ বৈদিক মন্ত্রসমন্বিত। যখনই ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। তাই যখন এই প্রকার বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হচ্ছিল, তখন ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার জন্য, তিনি আর একবার গর্জন করে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য জলে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

উৎক্ষিপ্তবালঃ খচরঃ কঠোরঃ
সটা বিধুন্বন্ খররোমশত্বক্ ।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র ঈক্ষা-
জ্যোতির্বভাসে ভগবান্মহীধ্রঃ ॥ ২৭ ॥

উৎক্ষিপ্ত-বালঃ—পুচ্ছের দ্বারা আঘাত করে; **খ-চরঃ**—আকাশে; **কঠোরঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **সটাঃ**—কাঁধের চুল; **বিধুন্বন্**—কম্পিত করে; **খর**—তীব্র; **রোমশ-ত্বক্**—লোমপূর্ণ ত্বক; **খুর-আহত**—খুরের দ্বারা আঘাত করে; **অভ্রঃ**—মেঘ; **সিত-দংষ্ট্রঃ**—শুভ্রবর্ণ দন্ত; **ঈক্ষা**—দৃষ্টিপাত; **জ্যোতিঃ**—আলোকোজ্জ্বল; **বভাসে**—জ্যোতি বিকিরণ করেছিল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহী-ধ্রঃ**—যিনি পৃথিবীকে ধারণ করেন।

অনুবাদ

পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য জলে প্রবেশ করার পূর্বে, ভগবান বরাহদেব তাঁর পুচ্ছ উত্তোলন করে আকাশে উত্থিত হলেন, তখন তাঁর কাঁধের কঠোর কেশসমূহ

কম্পিত হচ্ছিল। তাঁর দৃষ্টিপাত ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, এবং তিনি তাঁর খুরের দ্বারা ও উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ দন্তের দ্বারা আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার মাধ্যমে তাঁর স্তব করেন। এখানে বরাহদেবের কয়েকটি চিন্ময় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। উচ্চতর তিন লোকের অধিবাসীরা ভগবানের যে স্তব করেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর দেহ সর্বোচ্চ গ্রহ ব্রহ্মলোক অথবা সত্যলোক থেকে আরম্ভ করে আকাশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে তাঁর চক্ষুদ্বয়। তাই আকাশে তাঁর দৃষ্টিপাত সূর্য অথবা চন্দ্রের মতো জ্যোতির্ময় ছিল। এখানে ভগবানকে মহীধ্রঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'বিশাল পর্বত' অথবা 'পৃথিবীর ধারক'। এই দুটি শব্দ থেকেই বোঝা যায় যে ভগবানের শরীর হিমালয় পর্বতের মতো বড় এবং কঠিন ছিল; তা না হলে কিভাবে তিনি তাঁর শুভ্রবর্ণ দশনাগ্রে সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন? ভগবানের এক মহান ভক্ত কবি জয়দেব তাঁর দশাবতার স্তোত্রে এই ঘটনাটির বর্ণনা করে গেয়েছেন—

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥

"ভগবান কেশবের (কৃষ্ণ) জয় হোক, যিনি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর দশনাগ্রে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন, তখন পৃথিবীকে চাঁদের গায়ে কলঙ্কের মতো দেখাচ্ছিল।"

শ্লোক ২৮

ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্
ক্রোড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ।
করালদংষ্ট্রোঽপ্যকরালদৃগ্‌ভ্যা-
মুদ্বীক্ষ্য বিপ্রান্ গৃণতোঽবিশৎকম্ ॥ ২৮ ॥

ঘ্রাণেন—ঘ্রাণের দ্বারা; **পৃথ্ব্যাঃ**—পৃথিবীর; **পদবীম্**—স্থিতি; **বিজিঘ্রন্**—পৃথিবীকে খুঁজতে খুঁজতে; **ক্রোড়-অপদেশঃ**—শূকরের শরীর ধারণ করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং;

অম্বর—চিন্ময়; **অঙ্গঃ**—দেহ; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্রঃ**—দন্ত; **অপি**—সত্ত্বেও; **অকরাল**—ভয়ানক নয়; **দৃগ্‌ভ্যাম্**—তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **উদ্বীক্ষ্য**—দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; **বিপ্রান্**—সমস্ত ব্রাহ্মণ ভক্তদের; **গৃণতঃ**—যাঁরা প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **কম্**—জলে।

অনুবাদ

তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এবং তাই তিনি চিন্ময়, তবুও শূকর-শরীর ধারণ করার জন্য তিনি ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর দশন ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং তিনি তাঁর স্তবকারী ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এইভাবে তিনি জলে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শূকরের শরীর যদিও জড়, কিন্তু ভগবানের বরাহরূপ জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত ছিল না। পৃথিবীর কোন শূকরের পক্ষে সত্যলোক থেকে শুরু করে সমগ্র আকাশ জুড়ে বিস্তৃত একটি বিশাল শরীর ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁর শরীর সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময়; তাই তাঁর পক্ষে বরাহরূপ ধারণ করা কেবল একটি লীলা মাত্র। তাঁর শরীর হচ্ছে সমস্ত বেদ, অর্থাৎ অপ্রাকৃত। কিন্তু যেহেতু তিনি একটি শূকরের রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, তাই তিনি ঠিক একটি শূকরের মতো ঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে পৃথিবীর অন্বেষণ করেছিলেন। ভগবান যে কোন জীবের ভূমিকা পূর্ণরূপে অভিনয় করতে পারেন। বরাহদেবের বিরাট আকৃতি অবশ্যই সমস্ত অভক্তদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তা মোটেই ভয়ঙ্কর ছিল না; পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি এত প্রসন্নতা সহকারে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যে, তার ফলে তাঁরা সকলে দিব্য আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

স বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগ-
বিশীর্ণকুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদন্বান্ ।
উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্মিভুজৈরিবার্ত-
শ্চুক্রোশ যজ্ঞেশ্বর পাহি মেতি ॥ ২৯ ॥

সঃ—সেই; বজ্র-কূট-অঙ্গ—বিশাল পর্বতের মতো শরীর; নিপাত-বেগ—নিপতিত হওয়ার শক্তি; বিশীর্ণ—বিভক্ত করে; কুক্ষিঃ—মধ্যভাগ; স্তনয়ন্—প্রতিধ্বনিত হয়ে; উদন্বান্—মহাসাগর; উৎসৃষ্ট—সৃষ্টি করে; দীর্ঘ—উঁচু; ঊর্মি—তরঙ্গ; ভুজৈঃ—তাঁর বাহুর দ্বারা; ইব আর্তঃ—আর্ত ব্যক্তির মতো; চুক্রোশ—উচ্চস্বরে প্রার্থনা করেছিলেন; যজ্ঞ-ঈশ্বর—হে সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর; পাহি—দয়া করে রক্ষা করুন; মা—আমাকে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

বিশাল পর্বতের মতো জলে নিপতিত হয়ে, বরাহদেব মহাসমুদ্রের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করেছিলেন, তখন দুটি অতি উচ্চ তরঙ্গ সমুদ্রের বাহুর মতো প্রকট হয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল সমুদ্র যেন ভয়ে তরঙ্গরূপ দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, "হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে এইভাবে বিভক্ত করবেন না! দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন!"

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত বরাহদেবের পর্বতসদৃশ শরীরের পতনের ফলে মহাসাগরও বিচলিত হয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল যেন তার মৃত্যু আসন্ন হওয়ার ফলে সে ভীত হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ংস্তদাপ
উৎপারপারং ত্রিপরু রসায়াম্ ।
দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে
যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত ॥ ৩০ ॥

খুরৈঃ—খুরের দ্বারা; ক্ষুরপ্রৈঃ—তীক্ষ্ণধার অস্ত্রতুল্য; দরয়ন্—বিদীর্ণ করে; তৎ—তা; আপঃ—জল; উৎপার-পারম্—অসীমের সীমা খুঁজে পেয়েছিল; ত্রি-পরুঃ—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর; রসায়াম্—জলের ভিতর; দদর্শ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; গাম্—পৃথিবীকে; তত্র—সেখানে; সুষুপ্সুঃ—নিদ্রিত; অগ্রে—শুরুতে; যাম্—যাকে; জীবধানীম্—সমস্ত জীবের বিশ্রামস্থল; স্বয়ম্—ব্যক্তিগতভাবে; অভ্যধত্ত—উত্তোলন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান বরাহদেব তীক্ষ্ণ বাণের মতো খুরের দ্বারা জলকে বিদীর্ণ করেছিলেন, এবং অসীম সমুদ্রের সীমা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল পৃথিবীকে সৃষ্টির পূর্বের মতো শায়িত দেখেছিলেন, এবং তখন তিনি স্বয়ং তাকে উত্তোলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রসায়াম্ শব্দটি কখনও কখনও ব্রহ্মাণ্ডের সর্বনিম্ন লোক রসাতল বলে ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এখানে সেই অর্থটি প্রযোজ্য নয়। পৃথিবী তল, অতল, তলাতল, বিতল, রসাতল, পাতাল ইত্যাদি লোকসমূহ থেকে সাতগুণ শ্রেষ্ঠ। তাই পৃথিবী রসাতলে অবস্থিত হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্মে বর্ণনা করা হয়েছে—

পাতালমূলেশ্বরভোগসংহতৌ
বিন্যস্য পাদৌ পৃথিবীং চ বিভ্রতঃ ।
যস্যোপমানো ন বভূব সোঽচ্যুতো
মমাস্তু মাঙ্গল্যবিবৃদ্ধয়ে হরিঃ ॥

তাই ভগবান পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্রের তলদেশে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে ব্রহ্মার দিনান্তে প্রলয়ের সময় সমস্ত গ্রহগুলি বিশ্রাম করে।

শ্লোক ৩১

স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং নিমগ্নাং
স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ ।
তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং
সুনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ ॥ ৩১ ॥

স্ব-দংষ্ট্রয়া—তাঁর দশনের দ্বারা; **উদ্ধৃত্য**—উত্তোলন করে; **মহীম্**—পৃথিবী; **নিমগ্নাম্**—নিমজ্জিত; **সঃ**—তিনি; **উত্থিতঃ**—উঠে; **সংরুরুচে**—অত্যন্ত শোভনীয় মনে হয়েছিল; **রসায়াঃ**—জল থেকে; **তত্র**—সেখানে; **অপি**—ও; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **আপতন্তম্**—তাঁর প্রতি ধাবমান হয়ে; **সুনাভ**—শ্রীকৃষ্ণের চক্র; **সন্দীপিত**—দীপ্ত; **তীব্র**—ভয়ঙ্কর; **মন্যুঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

ভগবান বরাহদেব অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে তাঁর দশনাগ্রে ধারণ করে জল থেকে উত্তোলন করলেন। তখন তাঁর রূপে চতুর্দিক আলোকিত হয়েছিল। সেই সময় তাঁর ক্রোধ সুদর্শন চক্রের মতো উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৈত্য (হিরণ্যাক্ষকে) বধ করেছিলেন, যদিও সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, বৈদিক শাস্ত্রে দুটি বিভিন্ন মন্বন্তরে বরাহদেবের আবির্ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে, তার একটি হচ্ছে চাক্ষুষ মন্বন্তর, অপরটি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর। বরাহদেবের এই বিশেষ অবতরণটি হয়েছিল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, যখন মহর্লোক, জনলোক, সত্যলোক আদি উচ্চতর লোকগুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত লোকসমূহ প্রলয়-বারিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। বরাহদেবের এই বিশেষ অবতরণ উল্লিখিত লোকসমূহের অধিবাসীরা দর্শন করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মৈত্রেয় ঋষি দুটি বিভিন্ন মন্বন্তরে বরাহদেবের লীলা একত্রে বিদুরের কাছে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩২

জঘান রুন্ধানমসহ্যবিক্রমং
স লীলয়েভং মৃগরাড়িবাম্ভসি ।
তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো
যথা গজেন্দ্রো জগতীং বিভিন্দন্ ॥ ৩২ ॥

জঘান—সংহার করেছিলেন; রুন্ধানম্—বাধা প্রদানকারী শত্রু; অসহ্য—অসহনীয়; বিক্রমম্—পরাক্রম; সঃ—তিনি; লীলয়া—অনায়াসে; ইভম্—হস্তী; মৃগ-রাট্—সিংহ; ইব—মতো; অম্ভসি—জলে; তৎ-রক্ত—তার রুধির; পঙ্ক-অঙ্কিত—পঙ্কের দ্বারা অঙ্কিত; গণ্ড—কপোল; তুণ্ডঃ—জিহ্বা; যথা—যেমন; গজেন্দ্রঃ—হস্তী; জগতীম্—পৃথিবী; বিভিন্দন্—বিদীর্ণ।

অনুবাদ

তারপর ভগবান বরাহদেব জলের মধ্যে সেই দৈত্যকে সংহার করলেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ হস্তীকে সংহার করে। ভগবানের গণ্ডদেশ ও জিহ্বা দৈত্যের রক্তে আরক্তিম হয়েছিল, ঠিক যেমন গজেন্দ্র গৈরিক মৃত্তিকা খনন করার সময় আরক্তিম হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৩

তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা
ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ ।
প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈ-
র্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্ ॥ ৩৩ ॥

তমাল—তমাল নামক নীলাভ বৃক্ষ; নীলম্—নীলাভ; সিত—শুভ্র; দন্ত—দশন; কোট্যা—বক্র অগ্রভাগের দ্বারা; ক্ষ্মাম্—পৃথিবী; উৎক্ষিপন্তম্—ধারণ করে; গজ-লীলয়া—একটি হস্তীর মতো ক্রীড়া করতে করতে; অঙ্গ—হে বিদুর; প্রজ্ঞায়—তা ভালভাবে জানার পর; বদ্ধ—একত্রিত; অঞ্জলয়ঃ—হাত; অনুবাকৈঃ—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা; বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা; মুখ্যাঃ—প্রমুখ; উপতস্থুঃ—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

তখন ভগবান এক গজেন্দ্রের মতো ক্রীড়া করতে করতে তাঁর শুভ্র দশনাগ্রভাগে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল তমালের মতো নীলাভ, এবং তাই ব্রহ্মা প্রমুখ মহর্ষিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁরা তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ঋষয় উচুঃ

জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ ।
যদ্রোমগর্তেষু নিলিল্যুরধ্বর-
স্তস্মৈ নমঃ কারণসূকরায় তে ॥ ৩৪ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—মহিমান্বিত মহর্ষিগণ বলেছিলেন; জিতম্—জয় হোক; জিতম্—সর্বতোভাবে জয় হোক; তে—আপনার; অজিত—হে অজেয়; যজ্ঞ-ভাবন—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁকে জানা যায়; ত্রয়ীম্—মূর্তিমান বেদগণ; তনুম্—সেই প্রকার শরীর; স্বাম্—স্বীয়; পরিধুন্বতে—কম্পমান; নমঃ—সম্পূর্ণ প্রণতি; যৎ—যাঁর;

রোম—লোম; গর্তেষু—কূপে; নিলিল্যুঃ—নিমজ্জিত; অব্ধয়ঃ—মহাসাগর; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—প্রণতি নিবেদন করি; কারণ-সূকরায়—সেই বরাহদেবকে যিনি কোন কারণবশত সেই রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত ঋষিরা তখন বলেছিলেন—হে অজিত। হে যজ্ঞভাবন্। আপনি সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোন! আপনি সমস্ত বেদের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে বিচরণ করছেন। আপনার বিগ্রহের রোমকূপে মহাসাগরসমূহ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। কোন কারণবশত (পৃথিবীকে উত্তোলন করার জন্য) আপনি এখন বরাহরূপ পরিগ্রহ করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন, এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি সর্বকারণের পরম কারণ। যেহেতু তাঁর রূপ চিন্ময়, তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান, যেমন তিনি মহাবিষ্ণুরূপে কারণসমুদ্রে নিবাস করেন। তাঁর দিব্য শরীরের রোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়, এবং তাই তাঁর চিন্ময় দেহ হচ্ছে মূর্তিমান বেদ। তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, এবং তিনি হচ্ছেন অপরাজেয় পরমেশ্বর ভগবান। পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি শূকররূপ ধারণ করেছিলেন বলে, তাঁকে ভ্রান্তিবশত কখনই পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তি মহর্ষিগণ এবং উচ্চতর লোকের অন্যান্য অধিবাসীগণ স্পষ্টভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং
দুর্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্ ।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হিরোম-
স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্ ॥ ৩৫ ॥

রূপম্—শ্রীমূর্তি; তব—আপনার; এতৎ—এই; ননু—কিন্তু; দুষ্কৃত-আত্মনাম্—দুরাত্মাদের; দুর্দর্শনম্—দর্শনের অযোগ্য; দেব—হে ভগবান; যৎ—যা; অধ্বর-আত্মকম্—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজনীয়; ছন্দাংসি—গায়ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্র; যস্য—

যাঁর; ত্বচি—ত্বকের স্পর্শ; বর্হিঃ—পবিত্র কুশ ঘাস; রোমসু—শরীরের লোম; আজ্যম্—ঘি; দৃশি—নেত্রে; তু—ও; অঙ্ঘ্রিষু—চারটি পায়ে; চাতুঃ-হোত্রম্—চার প্রকার সকাম কর্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীমূর্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজনীয়, কিন্তু যারা দুরাত্মা তারা তা দর্শন করতে পারে না। গায়ত্রী এবং অন্য সমস্ত বৈদিক মন্ত্র আপনার ত্বকের স্পর্শে বিরাজমান। আপনার শরীরের রোমাবলীতে কুশ ঘাস, আপনার নেত্রে ঘৃত, এবং আপনার চার পায়ে চার প্রকার কর্ম বিরাজ করে।

তাৎপর্য

এক প্রকার দুষ্কৃতকারী রয়েছে যাদের ভগবদ্গীতায় *বেদবাদী* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তারা হচ্ছে তথাকথিত বেদের কঠোর অনুসরণকারী। তারা ভগবানের অবতারে বিশ্বাস করে না, সুতরাং উপাস্য বরাহরূপে তাঁর অবতরণের কি আর কথা। ভগবানের বিভিন্ন রূপের বা অবতারের পূজাকে তারা মানুষকে ঈশ্বর সাজাবার মতবাদ বলে মনে করে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে তারা হচ্ছে দুষ্কৃতকারী, এবং ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) তাদের কেবল দুষ্কৃতকারীই বলা হয়নি, উপরন্তু তাদের মূঢ় ও নরাধম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, তাদের নাস্তিক মনোভাবের জন্য মায়া তাদের জ্ঞান অপহরণ করে নিয়েছে। এই প্রকার অভিশপ্ত মানুষদের কাছে ভগবানের বিশাল বরাহ অবতার গোচরীভূত হয় না। বেদের এই সমস্ত কঠোর অনুগামীরা, যারা ভগবানের নিত্য রূপকে অস্বীকার করে, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই প্রকার অবতারেরা হচ্ছেন মূর্তিমান বেদ। বরাহদেবের ত্বক, চক্ষু, রোমাবলী বেদের বিভিন্ন অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তিনি হচ্ছেন বেদের মূর্তস্বরূপ, বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্রের।

শ্লোক ৩৬

ত্রক্তুণ্ড আসীৎস্রুব ঈশ নাসয়ো-
রিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে ।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে
যচ্চর্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥

ক্রক্—যজ্ঞপাত্র; তুণ্ডে—জিহ্বায়; আসীৎ—আছে; স্রুবঃ—অন্য আর এক প্রকার যজ্ঞপাত্র; ঈশ—হে ভগবান; নাসয়োঃ—নাসিকায়; ইড়া—হবিভক্ষণ পাত্র; উদরে—উদরে; চমসাঃ—আর এক প্রকার যজ্ঞপাত্র; কর্ণ-রন্ধ্রে—কর্ণ-বিবরে; প্রাশিত্রম্—ব্রহ্মভাগ পাত্র; আস্যে—মুখে; গ্রসনে—গলায়; গ্রহাঃ—সোমপাত্র; তু—কিন্তু; তে—আপনার; যৎ—যা; চর্বণম্—চর্বণ করে; তে—আপনার; ভগবন্—হে ভগবান; অগ্নি-হোত্রম্—আপনার ভোগ যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার জিহ্বা স্রুক, আপনার নাসিকা স্রুব, আপনার উদর ইড়া, এবং আপনার কর্ণ-বিবর চমস। আপনার মুখে ব্রহ্মভাগ পাত্র প্রাশিত্র, আপনার গলা গ্রহা নামক সোমপাত্র, এবং আপনি যা চর্বণ করেন তা হচ্ছে অগ্নিহোত্র।

তাৎপর্য

বেদবাদীরা বলে যে, বেদ ও বেদে বর্ণিত যজ্ঞানুষ্ঠানের অতিরিক্ত আর কিছু নেই। সম্প্রতি তারা তাদের সমাজে প্রতিদিন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নিয়ম প্রবর্তন করেছে; তারা কেবল একটি ছোট্ট আগুন জ্বালিয়ে তাতে খেয়াল-খুশিমতো কিছু অর্পণ করে, কিন্তু বেদে বর্ণিত যজ্ঞের বিধি-বিধানের যথাযথ অনুসরণ করে না। বেদের বিধি অনুসারে জানা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞপাত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন *স্রুক্, স্রুবা, বর্হিস্, চাতুর্হোত্র, ইড়া, চমস, প্রাশিত্র, গ্রহ* ও *অগ্নিহোত্র*। একনিষ্ঠতা সহকারে যজ্ঞের নিয়মসমূহ পালন না করলে, যজ্ঞের ফল লাভ করা যায় না। এই যুগে কঠোরভাবে নিয়ম পালন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই, এই কলিযুগে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বিশেষভাবে কেবল সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার হচ্ছেন যজ্ঞেশ্বর, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের অবতারের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, ততক্ষণ যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় না। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করে তাঁর সেবা সম্পাদন করাই হচ্ছে প্রকৃত যজ্ঞ অনুষ্ঠান। যজ্ঞের বিভিন্ন পাত্র ভগবানের অবতারের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসন্নতাবিধানের জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্তির জন্য নিষ্ঠা সহকারে সেই নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৭

দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং
ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ
সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে ॥ ৩৭ ॥

দীক্ষা—দীক্ষা; **অনুজন্ম**—আধ্যাত্মিক জন্ম, বারবার আবির্ভাব; **উপসদঃ**—তিন প্রকার বাসনা (সম্বন্ধ, কার্যকলাপ ও চরম উদ্দেশ্য); **শিরঃ-ধরম্**—গলা; **ত্বম্**—আপনি; **প্রায়ণীয়**—দীক্ষার ফলের পশ্চাৎ; **উদয়নীয়**—সমাপ্তি-যজ্ঞ; **দংষ্ট্রঃ**—দশন; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **প্রবর্গ্যঃ**—প্রারম্ভিক কর্ম; **তব**—আপনার; **শীর্ষকম্**—মস্তক; **ক্রতোঃ**—যজ্ঞের; **সত্য**—হোমরহিত অগ্নি; **আবসথ্যম্**—উপাসনার অগ্নি; **চিতয়ঃ**—সমস্ত বাসনার সমষ্টি; **অসবঃ**—প্রাণ; **হি**—নিশ্চয়ই; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

অধিকন্তু, হে প্রভু। বারবার আপনার অবতরণ হচ্ছে সর্বপ্রকার দীক্ষার বাসনা। আপনার গ্রীবা তিন প্রকার ইচ্ছার স্থান, এবং আপনার দশন দীক্ষার ফল এবং সমস্ত বাসনার সমাপ্তি। আপনার জিহ্বা দীক্ষার প্রারম্ভিক কর্ম, আপনার মস্তক হোমরহিত অগ্নি ও উপাসনার অগ্নি, এবং আপনার প্রাণ সমস্ত বাসনার সমষ্টি।

শ্লোক ৩৮

সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ
সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ ।
সত্রাণি সর্বাণি শরীরসন্ধি-
স্ত্বং সর্বযজ্ঞক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥ ৩৮ ॥

সোমঃ তু রেতঃ—সোম নামক যজ্ঞ আপনার বীর্য; **সবনানি**—প্রাতঃকালীন উপাসনা-বিধির অনুষ্ঠান; **অবস্থিতিঃ**—শারীরিক বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা; **সংস্থা-বিভেদাঃ**—সাত প্রকার যজ্ঞ; **তব**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **ধাতবঃ**—ত্বক, মাংস আদি দেহের উপাদান; **সত্রাণি**—বার দিনব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **সর্বাণি**—সেই সমস্ত; **শরীর**—দেহ; **সন্ধিঃ**—সংযোগস্থল; **ত্বম্**—হে প্রভু আপনি; **সর্ব**—সমস্ত; **যজ্ঞ**—অসোম যজ্ঞ; **ক্রতুঃ**—সোম যজ্ঞ; **ইষ্টি**—চরম বাসনা; **বন্ধনঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান! সোম নামক যজ্ঞ আপনার বীর্য। আপনার বৃদ্ধি প্রাতঃকালীন শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান। আপনার ত্বক আদি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সপ্ত উপাদান। আপনার দেহসন্ধি বার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের প্রতীক। তাই আপনি সোম ও অসোম উভয় প্রকার সমস্ত যজ্ঞের বিষয়, এবং যজ্ঞের দ্বারাই কেবল আপনি আবদ্ধ হন।

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠানের অনুসরণকারীরা সাত প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেইগুলি হচ্ছে *অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র* ও *আপ্তোর্যাম*। যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বুঝতে হবে যে তিনি ইতিমধ্যেই সব রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন।

শ্লোক ৩৯

নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতা-
দ্রব্যায় সর্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে ।
বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিত-
জ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥

নমঃ নমঃ—আপনাকে নমস্কার; **তে**—পূজনীয় আপনাকে; **অখিল**—সমগ্র; **মন্ত্র**—স্তোত্র; **দেবতা**—পরমেশ্বর ভগবান; **দ্রব্যায়**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমস্ত উপাদানকে; **সর্ব-ক্রতবে**—সব রকম যজ্ঞকে; **ক্রিয়া-আত্মনে**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর আপনাকে; **বৈরাগ্য**—ত্যাগ; **ভক্ত্যা**—ভক্তিময়ী সেবার দ্বারা; **আত্ম-জয়-অনুভাবিত**—মনকে নিগ্রহ করার মাধ্যমে যাঁকে জানা যায়; **জ্ঞানায়**—সেই প্রকার জ্ঞান; **বিদ্যা-গুরবে**—সমস্ত জ্ঞানের পরম গুরুদেব; **নমঃ নমঃ**—পুনরায় আমি আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি পরমেশ্বর ভগবান, এবং সমস্ত প্রার্থনার দ্বারা, বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ও যজ্ঞের উপকরণের দ্বারা আপনি পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের

প্রণতি নিবেদন করি। মন যখন দৃশ্য ও অদৃশ্য সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন আপনাকে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তিময়ী জ্ঞানের পরম গুরু আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভক্তকে সব রকম জড় কলুষ ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয়। তাকে বলা হয় বৈরাগ্য বা জড় কামনা-বাসনা ত্যাগ। কেউ যখন বিধি অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই জড় কামনা-বাসনা হতে মুক্ত হন, এবং চিত্তের সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান ভক্তকে শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, যাতে তিনি চরমে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (১০/১০) বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যিনি শ্রদ্ধা ও রতি সহকারে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, ভগবান অবশ্যই তাঁকে বুদ্ধিযোগ দান করেন, যার ফলে তিনি চরমে তাঁকে লাভ করতে পারেন।"

মনকে জয় করা কর্তব্য, এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে ও বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে তা করা সম্ভব। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। ভক্তি ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বের বিস্তার হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের একমাত্র আরাধ্য বস্তু।

শ্লোক ৪০

দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা
বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা ।
যথা বনান্নিঃসরতো দতা ধৃতা
মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী ॥ ৪০ ॥

দংষ্ট্র-অগ্র—দশনাগ্রভাগে; **কোট্যা**—অগ্রভাগের দ্বারা, **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ধৃতা**—ধারণ করা হয়েছে; **বিরাজতে**—সুন্দরভাবে

শোভা পাচ্ছে; ভূ-ধর—হে পৃথিবী ধারণকারী; ভূঃ—পৃথিবী; স-ভূধরা—পর্বতসমূহ-সহ; যথা—যতখানি; বনাৎ—জল থেকে; নিঃসরতঃ—নির্গত হয়ে; দতা—দন্তের দ্বারা; ধৃতা—ধৃত; মতম্-গজেন্দ্রস্য—মত্ত হস্তী; স-পত্র—পাতাসহ; পদ্মিনী—পদ্মফুল।

অনুবাদ

হে পৃথিবী ধারণকারী, আপনি আপনার দশনাগ্রভাগে পর্বতসহ যে পৃথিবী ধারণ করেছেন, তা জল থেকে বহির্গত মত্ত গজরাজের দন্তধৃত সপত্র পদ্মফুলের মতো শোভা পাচ্ছে।

তাৎপর্য

ভগবান কর্তৃক ধৃত পৃথিবীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করা হয়েছে; তার সৌন্দর্যের গুণগান করা হয়েছে এবং তার তুলনা গজরাজের শুঁড়ের উপর অবস্থিত পদ্মফুলের সঙ্গে করা হয়েছে। পত্রসহ পদ্মফুল যেমন অত্যন্ত সুন্দর, তেমনই বরাহদেবের দশনাগ্রে বহু সুন্দর পর্বত শোভিত পৃথিবীকে তেমনই সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ৪১

ত্রয়ীময়ং রূপমিদং চ সৌকরং
ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে ।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা
কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥ ৪১ ॥

ত্রয়ী-ময়ম্—মূর্তিমান বেদ; রূপম্—আকৃতি; ইদম্—এই; চ—ও; সৌকরম্—বরাহ; ভূ-মণ্ডলেন—ভূলোকের দ্বারা; অথ—এখন; দতা—দন্তের দ্বারা; ধৃতেন—ধৃত; তে—আপনার; চকাস্তি—শোভা পাচ্ছে; শৃঙ্গ-উঢ়—শৃঙ্গের দ্বারা ধৃত; ঘনেন—মেঘের দ্বারা; ভূয়সা—অধিক মহিমান্বিত; কুল-অচল-ইন্দ্রস্য—বিশাল পর্বতসমূহের; যথা—যতখানি; এব—নিশ্চয়ই; বিভ্রমঃ—শোভিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! মহান পর্বতশ্রেণীর শৃঙ্গসমূহ যেমন মেঘরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শোভা পায়, তেমনই আপনার দশন-অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করার ফলে, আপনার অপ্রাকৃত বিগ্রহ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

তাৎপর্য

বিভ্রমঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *বিভ্রমঃ* মানে 'মোহ' ও 'সৌন্দর্য'। মেঘ যখন কোন বিশাল পর্বতশৃঙ্গে বিরাজ করে, তখন মনে হয় যেন সেই পর্বতটি তাকে ধারণ করে আছে, এবং সেই সঙ্গে দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। তেমনই, ভগবানের পৃথিবীকে তাঁর দশনাগ্রে ধারণ করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যখন তা করেন, তখন পৃথিবী অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন পৃথিবীতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের জন্য ভগবান আরও অধিক সুন্দর হন। যদিও ভগবান হচ্ছেন বৈদিক মন্ত্রের অপ্রাকৃত মূর্তি, পৃথিবীকে ধারণ করার জন্য আবির্ভূত হওয়ার ফলে তিনি আরও অধিক সুন্দর হয়ে উঠেছেন।

শ্লোক ৪২

সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং
লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা ।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া
যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥ ৪২ ॥

সংস্থাপয় এনাম্—পৃথিবীকে উত্তোলন করুন; জগতাম্—জঙ্গম; স-তস্থুষাম্—স্থাবর; লোকায়—তাদের বাসস্থানের জন্য; পত্নীম্—পত্নী; অসি—আপনি হন; মাতরম্—মাতা; পিতা—পিতা; বিধেম—আমরা নিবেদন করি; চ—ও; অস্যৈ—মাতাকে; নমসা—সম্পূর্ণ প্রণতি সহকারে; সহ—সহ; ত্বয়া—আপনার সঙ্গে; যস্যাম্—যার মধ্যে; স্ব-তেজঃ—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা; অগ্নিম্—অগ্নি; ইব—মতো; অরণৌ—অরণি কাষ্ঠে; অধাঃ—নিহিত।

অনুবাদ

হে ভগবান। স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের বাসস্থান হওয়ার ফলে, এই পৃথিবী আপনার পত্নী, এবং আপনি হচ্ছেন পরম পিতা। মাতা ধরিত্রীসহ আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পৃথিবীর মধ্যে আপনি আপনার স্বীয় শক্তি নিহিত করেছেন, ঠিক যেমন একজন সুদক্ষ যাজ্ঞিক অরণি কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করেন।

তাৎপর্য

তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যা গ্রহগুলিকে ধারণ করে রাখে, তাকে এখানে ভগবানের শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এই শক্তি এমনভাবে নিহিত

করেন, যেমন একজন সুদক্ষ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্রের শক্তির প্রভাবে অরণি কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থার ফলে পৃথিবী স্থাবর ও জঙ্গম উভয় প্রাণীরই বসবাসের যোগ্য হয়। মাতার গর্ভে পিতা যেমন সন্তানের বীজ আধান করেন, ঠিক তেমনই এই জড় জগতের অধিবাসী বদ্ধ জীবেরা মাতা ধরিত্রীর গর্ভে স্থাপিত হয়েছে। পিতা-মাতারূপে ভগবান ও পৃথিবীর সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বদ্ধ জীবেরা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই মাতৃভূমির প্রতি তারা অনুরক্ত, কিন্তু তাদের পিতার সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। মা স্বতন্ত্রভাবে সন্তান উৎপাদন করতে পারে না। তেমনই, পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক ব্যতীত জড়া প্রকৃতি জীব সৃষ্টি করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের শিক্ষা দেয়, মাতাসহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করার, কেননা পিতাই কেবল স্থাবর ও জঙ্গম উভয় প্রকার সমস্ত জীবের সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য সমস্ত শক্তিসহ মাতার গর্ভাধান করেন।

শ্লোক ৪৩

কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো
রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্ ।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে
যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্ ॥ ৪৩ ॥

কঃ—আর কে; **শ্রদ্দধীত**—প্রয়াস করতে পারে; **অন্যতমঃ**—আপনি ছাড়া অন্য কেউ; **তব**—আপনার; **প্রভো**—হে ভগবান; **রসাম্**—জলে; **গতায়াঃ**—শয়ন করার সময়; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **উদ্বিবর্হণম্**—উদ্ধার; **ন**—কখনই না; **বিস্ময়ঃ**—আশ্চর্যজনক; **অসৌ**—এই প্রকার কর্ম; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **বিশ্ব**—বিশ্বজনীন; **বিস্ময়ে**—আশ্চর্যপূর্ণ; **যঃ**—যিনি; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই; **সসৃজে**—সৃষ্টি করেছেন; **অতি-বিস্ময়ম্**—সর্বপ্রকার বিস্ময়ের অতীত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ছাড়া আর কে জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারে? কিন্তু আপনার পক্ষে তা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয়। কেননা আপনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বের নির্মাণকার্য সম্পাদন করেছেন। আপনার মায়ার দ্বারা আপনি এই আশ্চর্যজনক জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

কোন বৈজ্ঞানিক যখন মূর্খ জনসাধারণের জন্য চিত্তাকর্ষক কোন কিছু আবিষ্কার করে, তখন কোন রকম অনুসন্ধান না করেই সাধারণ মানুষ সেইগুলিকে আশ্চর্যজনক বলে গ্রহণ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা এই প্রকার আবিষ্কারে বিস্ময়ান্বিত হন না। তাঁরা সমস্ত কৃতিত্ব তাঁকে অর্পণ করেন, যিনি সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের আশ্চর্যজনক মেধা সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ মানুষও জড়া প্রকৃতির আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত হয়, এবং তারা তার সমস্ত কৃতিত্ব প্রকৃতিকে দেয়। কিন্তু বিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, এই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির পিছনে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মেধা, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বলা হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* । যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্যজনক প্রকৃতিকে পরিচালিত করতে পারেন, তাই তাঁর পক্ষে বিশাল বরাহরূপ ধারণ করে জলের গভীর তলদেশ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। তাই ভগবদ্ভক্ত আশ্চর্যজনক বরাহদেবকে দর্শন করে বিস্মিত হন না, কেননা তিনি জানেন যে, ভগবান তাঁর অদ্ভুত শক্তির দ্বারা আরও অনেক বেশি বিস্ময়জনকভাবে ক্রিয়া করতে পারেন, যা সবচাইতে মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্কেরও ধারণার অতীত।

শ্লোক ৪৪

বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপু-
র্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্ ।
সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভি-
র্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

বিধুন্বতা—কম্পিত করার সময়; **বেদ-ময়ম্**—মূর্তিমান বেদ; **নিজম্**—নিজের; **বপুঃ**—শরীর; **জনঃ**—জনলোক; **তপঃ**—তপোলোক; **সত্য**—সত্যলোক; **নিবাসিনঃ**—অধিবাসীগণ; **বয়ম্**—আমরা; **সটা**—কাঁধের লোম; **শিখ-উদ্ধৃত**—কেশাগ্রভাগে ধৃত; **শিব**—মঙ্গলময়; **অম্বু**—জল; **বিন্দুভিঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **বিমৃজ্য-মানাঃ**—এইভাবে অভিসিঞ্চিত হয়ে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **পাবিতাঃ**—পবিত্র হয়েছি।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! নিঃসন্দেহে আমরা সকলে জন, তপ ও সত্যলোক নামক অত্যন্ত পুণ্যবান লোকসমূহের নিবাসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার শরীরের কম্পনের

ফলে আপনার কেশরের অগ্রভাগ থেকে যে জলকণা পতিত হয়েছে, তার দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে আমরা পবিত্র হয়েছি।

তাৎপর্য

সাধারণত একটি শূকরের দেহকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়, কিন্তু ভগবান যখন শূকরের রূপ ধারণ করে অবতরণ করেছিলেন, তখন তাকেও অপবিত্র বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। ভগবানের সেই রূপ হচ্ছে মূর্তিমান বেদসমূহ এবং তা অপ্রাকৃত। জন, তপ ও সত্যলোকের অধিবাসীরা এই জড় জগতের সবচাইতে পুণ্যবান ব্যক্তি, কিন্তু যেহেতু সেই গ্রহগুলি জড় জগতে অবস্থিত, তাই সেখানেও নানা রকম জড় কলুষ রয়েছে। ভগবানের কেশরের অগ্রভাগ থেকে যখন জলকণা সেই সমস্ত উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের দেহে পতিত হয়েছিল, তখন তাঁরা নিজেদের পবিত্র বলে মনে করেছিলেন। গঙ্গাজলও পবিত্র, কেননা তা ভগবানের পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ভগবানের পা থেকে অথবা বরাহদেবের কেশরাগ্রভাগ থেকে নির্গত জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা উভয়েই পরমতত্ত্ব ও চিন্ময়।

শ্লোক ৪৫

স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষতে
যঃ কর্মণাং পারমপারকর্মণঃ ।
যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং
বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **বত**—হায়; **ভ্রষ্ট-মতিঃ**—মন্দ বুদ্ধি; **তব**—আপনার; **এষতে**—বাসনা করে; **যঃ**—যিনি; **কর্মণাম্**—কার্যকলাপের; **পারম্**—সীমা; **অপার-কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অসীম; **যৎ**—যাঁর দ্বারা; **যোগ**—যোগশক্তি; **মায়া**—শক্তি; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **যোগ**—যোগশক্তি; **মোহিতম্**—বিভ্রান্ত; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **সমস্তম্**—সমগ্র; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **বিধেহি**—প্রসন্ন হয়ে প্রদান করুন; **শম্**—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের কোন সীমা নেই। যারা আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের সীমা জানতে চায়, তারা নিশ্চয়ই মহামূর্খ। এই জগতে

তাৎপর্য

ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে জলের উপর স্থাপন করা হয়েছিল। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাই তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিশাল গ্রহসমূহকে জলে অথবা বায়ুতে স্থাপন করতে পারেন। মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কখনও ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না কিভাবে ভগবানের এই সমস্ত শক্তি ক্রিয়া করতে পারে। যে নিয়মের দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা সম্ভব হয়, তার কিছু অস্পষ্ট বিশ্লেষণ মানুষ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ভগবানের কার্যকলাপের ধারণা করতে অক্ষম। তাই একে বলা হয় অচিন্ত্য। তবুও কূপমণ্ডুক দার্শনিকেরা কাল্পনিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৪৭

স ইত্থং ভগবানুর্বীং বিষ্বক্সেনঃ প্রজাপতিঃ ।
রসায়া লীলয়োন্নীতামপ্সু ন্যস্য যযৌ হরিঃ ॥ ৪৭ ॥

সঃ—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **উর্বীম্**—পৃথিবী; **বিষ্বক্সেনঃ**—বিষ্ণুর আর এক নাম; **প্রজা-পতিঃ**—জীবাত্মার প্রভু; **রসায়াঃ**—জলের ভিতর থেকে; **লীলয়া**—অনায়াসে; **উন্নীতাম্**—উঠিয়েছিলেন; **অপ্সু**—জলের উপর; **ন্যস্য**—স্থাপন করে; **যযৌ**—তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত জীবের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করে, তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ইচ্ছাক্রমে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসংখ্য অবতাররূপে জড় জগতে অবতরণ করেন, এবং তারপর তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি আসেন, তখন তাঁকে বলা হয় অবতার অর্থাৎ 'যিনি অবতরণ করেন'। ভগবান ও তাঁর বিশিষ্ট ভক্তেরা, যাঁরা এই পৃথিবীতে আসেন, তাঁরা আমাদের মতো সাধারণ জীব নন।

সকলেই প্রভাবশালী যোগশক্তির দ্বারা আবদ্ধ। কৃপা করে আপনি সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদান করুন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মনোধর্মী ব্যক্তিরা অসীমের সীমা জানতে চায়, তারা নিশ্চয়ই মন্দ বুদ্ধি। তারা সকলেই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত। তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানকে অচিন্ত্য বলে জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া, কেননা এইভাবে তারা তাঁর অহৈতুকী কৃপা লাভ করতে পারে। উপরোক্ত প্রার্থনাটি জন, তপ ও সত্যলোকের অধিবাসীরা নিবেদন করেছিলেন, যাঁরা মানুষদের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী।

এখানে *বিশ্বং সমস্তম্* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জড় জগৎ ও চিৎ-জগৎ রয়েছে। ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন—"উভয় জগৎই আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিমোহিত। যাঁরা চিৎ জগতে রয়েছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের ও আপনাকেও ভুলে গিয়ে আপনার প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন, আর যারা জড় জগতে রয়েছে, তারা জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চেষ্টায় মগ্ন হয়ে আপনাকে ভুলে গেছে। আপনাকে কেউই জানতে পারে না, কেননা আপনি অসীম। তাই অনর্থক মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা আপনাকে জানার চেষ্টা না করাই ভাল। পক্ষান্তরে, আপনি দয়া করে আমাদের আশীর্বাদ করুন, যাতে আমরা অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা আপনার আরাধনা করতে পারি।"

শ্লোক ৪৬

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যুপস্থীয়মানোঽসৌ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
সলিলে স্বখুরাক্রান্ত উপাধত্তাবিতাবনিম্ ॥ ৪৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উপস্থীয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **অসৌ**—ভগবান বরাহদেব; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিগণ কর্তৃক; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা; **সলিলে**—জলে; **স্ব-খুর-আক্রান্তে**—তাঁর নিজের খুরের দ্বারা আক্রান্ত; **উপাধত্ত**—স্থাপন করলেন; **অবিতা**—পালনকর্তা; **অবনিম্**—পৃথিবীকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে মহর্ষি ও ব্রহ্মবাদীগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে, ভগবান তাঁর খুর দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৪৮

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ
কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ ।
শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং
জনার্দনোঽস্যাশু হৃদি প্রসীদতি ॥ ৪৮ ॥

যঃ—যিনি; এবম্—এইভাবে; এতাম্—এই; হরি-মেধসঃ—যিনি ভক্তদের জড় অস্তিত্ব বিনাশ করেন; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কথাম্—বর্ণনা; সু-ভদ্রাম্—মঙ্গলময়; কথনীয়—বর্ণনীয়; মায়িনঃ—কৃপাময়ের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; শৃণ্বীত—শ্রবণ করেন; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; শ্রবয়েত—অন্যদেরও শ্রবণ করতে দেন; বা—অথবা; উশতীম্—অত্যন্ত কমনীয়; জনার্দনঃ—ভগবান; অস্য—তাঁর; আশু—অতি শীঘ্র; হৃদি—হৃদয়ে; প্রসীদতি—অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

কেউ যদি ভক্তি সহকারে বরাহদেবের এই মঙ্গলময়ী কাহিনী শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তাহলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হন, লীলাবিলাস করেন, এবং এক বর্ণনামূলক ইতিহাস তাঁর পিছনে রেখে যান, যা তাঁরই মতো অপ্রাকৃত। আমরা সকলেই কোন আশ্চর্যজনক বর্ণনা শুনতে ভালবাসি, কিন্তু অধিকাংশ কাহিনী মঙ্গলজনক নয় অথবা শ্রবণীয় নয়, কেননা সেইগুলি জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন। প্রতিটি জীব উচ্চতর গুণসম্পন্ন চিন্ময় আত্মা, এবং কোন লৌকিক বস্তুই তার পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য ভগবানের লীলার বিস্তারিত বর্ণনা নিজে শ্রবণ করা এবং অন্যদেরও শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া, কেননা তা জড় অস্তিত্বের ক্লেশ নষ্ট করবে। ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, এবং তাঁর কৃপাময় কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত রেখে যান, যাতে ভক্তেরা তার দিব্য ফল লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪৯

তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ
কিং দুর্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ ৪৯ ॥

তস্মিন্—তাঁকে; **প্রসন্নে**—প্রসন্ন হয়ে; **সকল-আশিষাম্**—সর্বপ্রকার আশীর্বাদ; **প্রভৌ**—ভগবানকে; **কিম্**—তা কি; **দুর্লভম্**—যা প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন; **তাভিঃ**—সেইগুলি সহ; **অলম্**—অপ্রয়োজনীয়; **লব-আত্মভিঃ**—নগণ্য লাভসহ; **অনন্য-দৃষ্ট্যা**—ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা নয়; **ভজতাম্**—যারা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত; **গুহা-আশয়ঃ**—হৃদয় অভ্যন্তরস্থ; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **বিধত্তে**—অনুষ্ঠান করেন; **স্ব-গতিম্**—তাঁর স্বীয় ধামে; **পরঃ**—পরম; **পরাম্**—চিন্ময়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন কারও প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তাঁর অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই নিরর্থক। যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান স্বয়ং ভগবান কর্তৃক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের বুদ্ধিযোগ দান করেন, যার ফলে তাঁরা পূর্ণতার চরম স্তরে উন্নীত হতে পারেন। এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার সমস্ত জ্ঞান পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। এই প্রকার ভক্তদের ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন মূল্যবান বস্তু লাভ করার নেই। কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তাহলে তাঁর বিফল মনোরথ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা ভগবান স্বয়ং সেই ভক্তের পারমার্থিক প্রগতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তাই তিনি ভক্তের অভিপ্রায় জানেন, এবং তাঁর প্রাপ্য সমস্ত বস্তুর ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, জাগতিক লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত কপট ভক্তেরা পূর্ণতার চরম স্তর লাভ করতে পারে না, কেননা ভগবান তাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবগত। মানুষকে কেবল তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে, এবং তাহলে ভগবান তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

শ্লোক ৫০

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্ ।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৫০ ॥

কঃ—কে; নাম—যথার্থই; লোকে—জগতে; পুরুষ-অর্থ—জীবনের লক্ষ্য; সার-বিৎ—যিনি সারমর্ম সম্বন্ধে অবগত; পুরা-কথানাম্—সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসের; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; কথা-সুধাম্—পরমেশ্বর ভগবানের কথামৃত; আপীয়—পান করার দ্বারা; কর্ণ-অঞ্জলিভিঃ—শ্রবণের দ্বারা গ্রহণ করার মাধ্যমে; ভব-অপহাম্—যা সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ বিনাশ করে; অহো—হায়; বিরজ্যেত—প্রত্যাখ্যান করতে পারে; বিনা—ব্যতীত; নর-ইতরম্—যে মানুষ নয়।

অনুবাদ

যে মানুষ নয়, সে ছাড়া এই জগতে অন্য আর কে আছে, যে জীবনের পরম পুরুষার্থ সম্বন্ধে আগ্রহী নয়? এমন কে আছে, যে ভগবানের লীলাকথারূপ অমৃত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যা নিজেই মানুষকে তার সব রকম জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত করতে পারে?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহের বর্ণনা অমৃতের নিরন্তর প্রবাহের মতো। অমানুষ ছাড়া অন্য আর কেউ সেই অমৃত প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে প্রতিটি মানুষের জীবনের পরম পুরুষার্থ এবং এই ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণ করার মাধ্যমে। পশুরাই কেবল, অথবা যে সমস্ত মানুষদের আচরণ পশুদের মতো, তারাই কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করতে অস্বীকার করতে পারে। পৃথিবীতে বহু গল্পের ও ইতিহাসের বই রয়েছে, কিন্তু ভগবান সম্বন্ধীয় ইতিহাস অথবা বর্ণনা ব্যতীত কোন কিছুই জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার ভার লাঘব করতে পারে না। তাই যিনি জড়জাগতিক অস্তিত্বের নিবৃত্তির ব্যাপারে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা কীর্তন ও শ্রবণ করতে হবে। তা না হলে, তাকে অবশ্যই অমানুষের সঙ্গে তুলনা করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।